আজকের কাগজ

তারিখ 24 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

আগামীকাল ঢা. বি সিন্ডিকেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন

নীল ও শাদা দলের মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঃ আগামী কাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটে ৬ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রধান দু'টি শিক্ষক প্যানেল নীল ও শাদা তাদের জোর নির্বাচনী তৎপরতা শুরু করেছে। দল নিরপেক্ষ পরিচিত গোলাপি প্যানেল এবারের নির্বাচনী কোনো প্রার্থী দিচ্ছে না।

সিন্ডিকেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের সঙ্গে একাডেমিক ও ফিন্যান্স কমিটির সদস্য নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সহস্রাধিক শিক্ষক এ নির্বাচনে তাদের রায় প্রদান করবেন।

সিন্ডিকেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনে এবার নীল দলের প্রার্থিরা হচ্ছেন-ডীন প্রতিনিধি পদে ফার্মেসি অনুষদের অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ চৌধুরী, প্রভোস্ট প্রতিনিধি পদে জহুরুল হক হল প্রভোষ্ট অধ্যাপক, পদে প্রাণ রসায়ন বিভাগের ডঃ ইয়ারুল খন্দকার বজলুল হক, অধ্যাপক প্রতিনিধি পদে অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এটিএম জহুরুল হক, সংযোগী অধ্যাপক পদে রসায়ন বিভাগের স. অধ্যাপক ডঃ মোঃ আব্দুল আজিজ, সহকারি অধ্যাপক পদে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ডঃ সাইদ আকতার হুসাইন এবং লেকচারার প্রতিনিধি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক একেএম গোলাম রব্বানী।

নীল দলের বিপরীতে শাদা দলের প্রতিদ্বন্দ্বিরা হচ্ছেন- ডীন প্রতিনিধি পদে বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক মোঃ শফি চৌধুরী, প্রভোষ্ট প্রতিনিধি পদে সূর্যসেন হল প্রভোষ্ট অধ্যাপক আফম ইউসুফ হায়দার, অধ্যাপক প্রতিনিধি পদে লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক মোঃ আসাদুজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক পদে প্রাণ রসায়ন বিভাগের ডঃ ইয়ারুল কবীর, সহকারি অধ্যাপক প্রতিনিধি পদে মার্কেটিং বিভাগের এবিএম শহিদুল ইসলাম এবং প্রভাষক পদে পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষক মোঃ লুৎফর রহমান।

একাডেমিক পরিষদের ৬টি পদে নীল দলের প্রার্থিরা হচ্ছেন- সহযোগী অধ্যাপক প্রতিনিধি হিসেবে সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ডঃ আব্দুল হালিম সরকার, বাংলা বিভাগের ডঃ রফিউল্লাহ খান এবং সহকারি অধ্যাপক/লেকচারার প্রতিনিধি হিসেবে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষিকা মিস জিনাত হুদা, প্রাণ রসায়ন বিভাগের ডঃ মোঃ আফতাব উদ্দীন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের লেকচারার মোঃ নুরুজ্জামান। একাডেমিক পরিষদ প্রতিনিধি নির্বাচনে শাদা দলের প্রার্থিরা হচ্ছেন-সহযোগী অধ্যাপক পদে পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের ডঃ আফসার উদ্দীন আহমেদ, ব্যবসা প্রশাসন ইনস্টিটিউটের শিক্ষক জিএম চৌধুরী, বাংলা বিভাগের শিক্ষক ডঃ মুহম্মদ শাহাজাহান মিয়া এবং সহকারি/লেকচারার প্রতিনিধি হিসেবে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগের ডঃ একেএম ওয়ারেসুল করিম, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের এএসএম আমানুল্লাহ (ফেরদৌস) এবং উর্দু ও ফার্সি বিভাগের প্রভাষক আবু মুসা মোঃ আরিফ বিল্লাহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

অপরদিকে ফাইন্যান্স কমিটি প্রতিনিধি পদে নীল ও শাদা দলের প্রার্থিরা হচ্ছেন-যথাক্রমে ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ডঃ ইফতেখার গণি চৌধুরী এবং মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সৈয়দ রাশিদুল হাসান।

আগামী ২৫ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে সিন্ডিকেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সিন্ডিকেট প্রতিনিধি নিয়োগ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পদোন্নতিসহ প্রায় সকল প্রশাসনিক ও একাডেমিক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

এবারের নির্বাচন নীল দলের চেয়ে শাদা দলের অবস্থা ভালো বলে মনে করা হচ্ছে। কেননা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি নির্বাচন, সিনেটে রেজিস্টার গ্রাজুয়েট নির্বাচনসহ বিভিন্ন নির্বাচনে নীল দল জয়লাভ করে এসেছে। পাশাপাশি দেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের ব্যাপারটিও এ নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে বলে অনেকে মনে করছেন। দল নিরপেক্ষ হিসেবে পরিচিত গোপালী প্যানেলটি ইতিমধ্যে নীল দলের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেছে। বিপরীতে শাদা দলের জামাতপন্থী শিক্ষকদের একাংশ ক্ষুব্ধ হয়ে আমিনুর রহমান মজুমদারের নেতৃত্বে নীল দলকে সমর্থন করবে বলে জানা গেছে। তবে ডঃ এরশাদুল বারীর নেতৃত্বে অন্য অংশটি শাদা দলের পক্ষে তাদের সমর্থন অক্ষুন্ন রেখেছে।